MONTHLY VANGUARD
ভ্যানগার্ড
www.vanguardonline.info | www.spb.org.bd
বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর মুখপত্র।
ডিসেম্বর ২০২০
দাম : দশ টাকা

করোনাকাল : কোটি মানুষের দুর্ভোগ ও কোটিপতির জন্ম

সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের জীবনকেও ভীষণভাবে বিপর্যস্ত করেছে করোনা। কিন্তু এ বিপর্যয় সবার জীবনে একইভাবে অনুভূত হয়নি। দুর্যোগ ও দুর্ভোগ কারও কারও জীবনে অভূতপূর্ব সুযোগ এনে দিয়েছে। একদিকে করোনা সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যঝুঁকি, অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি করেছে আবার অন্যদিকে বিস্ময়করভাবে করোনার মধ্যেও দেশে নতুন করে জন্মনেয়া কোটিপতির সংখ্যা ৩ হাজার ৪১২ জন বৃদ্ধিপেয়েছে। গত মার্চ মাসের ৮ তারিখে দেশে প্রথম করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে আবার মার্চের পর এপ্রিল-মে ও জুন এ তিন বাসে ব্যাংকে কোটিপতি আমানতকারীর সংখ্যা বেড়ে দিয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে প্রকাশিত বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানাগেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত জুন শেষ ব্যাংক খাতে কোটিপতি আমানতকারীর সংখ্যা ৮৬ হাজার ৩৭ জনে দাঁড়িয়েছে। মার্চ শেষে এ সংখ্যা ৮২ হাজার ৬২৫ জন ছিল।

বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্র জানায়, ২০১৯ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর ক্যাসিনোবিরোধী অভিযান শুরুর পর ব্যাংকে কোটিপতির সংখ্যা কমে যায়। ৩০ সেপ্টেম্বর কোটিপতি আমানতকারীর সংখ্যা কমে ৭৯ হাজার ৮৭৭ জন দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু চলতি বছরের মার্চ থেকে জুন (করোনাকাল) হঠাৎ বেড়ে যায় কোটিপতিদের এ সংখ্যা। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, গত এক বছরে কোটিপতি আমানতকারী বেড়েছে ৫ হাজার ৬৪১ জন। এর মধ্যে করোনাকালেই বেড়েছে ৩ হাজার ৪১২ জন। এসব কোটিপতিকে কি আমরা করোনা কোটিপতি বলে আখ্যায়িত করব? এরা কোন সোনার কাঠির ছেঁয়ায় এত সম্পদের মালিক হলো? এ করোনাকালে ব্যবসা-বাণিজ্য কমেছে বলে যখন সবাই আহাজারি করছে তখন কোটিপতি হওয়া তো সহজ কথা নয়। কারণ বিভিন্ন অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে দেখিয়েছে যে করোনার কারণে দেশের অনেক পরিবারের আয় কমেছে। এ বিষয়ে জাতিসংঘের ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশনের সহযোগিতায় প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ আয়োজিত এক ওয়েবিনারে জানানো হয়, করোনার কারণে দেশে শতকরা ৭২ দশমিক ৬ শতাংশ পরিবারের আয় কমেছে। এদের পক্ষে জীবনমান ধরে রাখা, পরিবারের সদস্যদের খাদ্য পুষ্টিমান অব্যাহত রাখা তো দূরের কথা, রাজধানী ঢাকাসহ বড় বড় শহরে পরিবার নিয়ে টিকে থাকাটাই কঠিন হয়ে পড়েছে।

শুধু সরকারি চাকরিজীবী ছাড়া সবশ্রেণির মানুষকেই জীবনযাপনের ব্যয় মেটাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। দেশের ২২ লাখ সরকারি কর্মচারী করোনাকালে নিয়মিত বেতন ও আনুষঙ্গিক সুবিধা পেয়েছেন; এছাড়া বেসরকারি পর্যায়ের প্রায় সব ক্ষেত্রেই চাকরিরতদের চাকরির সুবিধা এবং বেতন কমেছে। গার্মেন্টসসহ প্রতিটি খাতেই শ্রমিকদের ব্যাপক কর্মচ্যুতি ঘটেছে। বেসরকারি এক জরিপে বিলস নামের সংস্থা জানিয়েছে যে, করোনাকালে সাড়ে তিন লাখের বেশি শ্রমিক গার্মেন্টস খাতেই কাজ হারিয়েছে। সম্প্রতি ব্র্যাকের এক গবেষণায় দেখা যায়, কভিড-১৯-এর প্রভাবে স্বাস্থ্যঝুঁকির শঙ্কা এবং দুই মাসের লকডাউনের কারণে দেশে প্রায় শতভাগ মানুষের আয় কমেছে। নিম্ন আয়ের মানুষের ওপর করোনাভাইরাসের প্রভাব কতটা পড়েছে তা জানতে একটি জরিপ চালিয়েছিল ব্র্যাক। করোনার প্রকোপ শুরুর আগে জরিপে অংশ নেওয়াদের গড় পারিবারিক আয় ছিল ১৪ হাজার ৫৯৯ টাকা। মার্চে তা নেমে এসেছে ৩ হাজার ৭৪২ টাকায়। অর্থাৎ, তাদের গড় আয় ৭৫ ভাগ কমে গেছে। আয়ের ভিত্তিতে জরিপে অংশগ্রহণকারীদের ৮৯ ভাগই চরম বা হতদরিদ্রের স্তরে নেমে গেছে। এ কারণে আগের তুলনায় চরম দারিদ্র্যের সংখ্যা ৬০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। করোনাভাইরাসের বিস্তার রোধে বাংলাদেশের সরকার প্রথম দফায় ২৬ মার্চ থেকে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে। তারপর ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছিল। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল আন্তঃজেলাসহ বিভিন্ন যান চলাচল। বিভিন্ন এলাকাকে লকডাউনের আওতায়ও আনা হয়। এসব কারণে দিনমজুর, শ্রমিক থেকে শুরু করে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমজীবীরা চরম দুঃসময় পার করেছেন। ৬৪টি জেলায় চালানো ব্র্যাকের জরিপ অনুযায়ী, তাদের ৭২ শতাংশের কাজ কমে গেছে, নয়তো তারা আয়ের সুযোগ হারিয়েছেন। আট ভাগ শ্রমজীবীর কাজ থাকলেও তারা পূর্বের মজুরি পাচ্ছে না।

কভিড-১৯-এর কারণে অর্থনৈতিক কার্যক্রম পুনরায় শুরু করে বেকারত্বের হার কমাতে সহায়তা করলেও পরিবারের গড় আয় ২০ শতাংশ কমেছে বলে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) জরিপে উঠে এসেছে। জরিপের ফল বলছে, করোনার আগে গত মার্চ মাসে প্রতি পরিবারে মাসিক গড় আয় ছিল ১৯ হাজার ৪২৫ টাকা। আগস্ট মাসে তা কমে দাঁড়িয়েছে ১৫ হাজার ৪৯২ টাকায়। এ সময়কালে পরিবারের গড় ব্যয় ৬ দশমিক ১৪ শতাংশ কমেছে। গত মার্চ মাসে পরিবারপ্রতি মাসিক খরচ ছিল ১৫ হাজার ৪০৩ টাকা। গত আগস্ট মাসে তা কমে দাঁড়ায় ১৪ হাজার ১১৯ টাকা। অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (একনেক) কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় 'কভিড-১৯ বাংলাদেশ : জীবিকার ওপর ধারণা জরিপ ২০২০ শীর্ষক যে প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয় তা থেকেই এ তথ্য জানা গেছে।

ব্রিটিশ এবং পাকিস্তানি শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন বাংলাদেশ ভৌগোলিকভাবে অবিভাজ্য হলেও অর্থনৈতিক ও মানবিক অধিকারের দিক থেকে বিভাজিত দেশে পরিণত হয়ে গেছে। স্বাধীনতার ৪৯ বছরে বৈষম্য বেড়ে যাওয়ার ফলে ধনী ও দরিদ্রের মাঝখানে ক্ষুদ্র একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণি নিয়ে আজকের বাংলাদেশ গড়ে উঠেছে। এ কারণেই অর্থনৈতিক আঘাত সবার জীবনে সমান প্রভাব ফেলে না। করোনা শুধু দরিদ্র মানুষের জীবনকে লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে তা নয়, মধ্যবিত্তের জীবনকেও প্রচণ্ড অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদের মতেও করোনাকালে সাধারণ মানুষের আয় কমেছে, কিন্তু বড় লোক বা ধনীদের আয় বেড়েছে। ব্যাংকে কোটিপতি আমানতকারী বেড়ে যাওয়া তারই প্রমাণ।

কেন এটা হলো সে প্রসঙ্গে তিনি গণমাধ্যমকে বলেছেন, দেশের কোটি কোটি লোক নিঃস্ব হয়েছে বলেই করোনাকালীনও সাড়ে তিন হাজার মানুষ নতুন করে কোটিপতি হয়েছে। ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ফেরত না দিয়ে একটি শ্রেণি কোটি কোটি টাকার মালিক হচ্ছে। আবার তারাই হয়তো ব্যাংকে টাকা রাখছে। তার এ কথার পাশাপাশি আরেকটি বিষয় বিবেচনাযোগ্য। তা হলো খাদ্য পণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি যাকে একঅর্থে মূল্যসন্ত্রাস বলা যায়। গত মৌসুমে এক কোটি ৮ লাখ টন আলু উৎপাদিত হওয়ার পর এবং প্রচুর আলু মজুদ থাকা সত্ত্বেও আলুর দাম বৃদ্ধি তো চাহিদা-জোগান তত্ত্বসহ অর্থনীতির কোনো নিয়মেই ব্যাখ্যা করা যায় না। একমাত্র লুটপাটের নীতি দ্বারা পরিচালিত হলেই এমন হতে পারে। বছরে দেশে আলুর চাহিদা ৭৫ লাখ টন অর্থাৎ মাসে প্রায় ৬ লাখ টন। প্রতি কেজিতে ২০ টাকা বাড়তি দামে আলু বিক্রি হলে এক মাসেই ভোক্তাদের পকেট থেকে ১ হাজার ২০০ কোটি টাকা বেরিয়ে যায়। এ ঘটনা ঘটে চলেছে চাল, ডাল, পেঁয়াজ, রসুন, আদা, ভোজ্য তেল, চিনিসহ সব খাদ্যপণ্যের ক্ষেত্রে। দুর্যোগকে এরা মুনাফা বাড়ানোর সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করেছে। করোনা সুরক্ষা সরঞ্জাম মাস্ক, পিপিই, স্যানিটাইজারসহ সব ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য। ব্যবসা কোনো দাতব্য প্রতিষ্ঠান নয়, এ কথা ব্যবসায়ীরা প্রায় সময়ই বলে থাকেন। শিল্পপ্রতিষ্ঠান যারা গড়ে তোলেন তারাও এ কথা বলতে পছন্দ করেন। অন্য দিকে ব্যবসা তো জনগণের পকেটকাটা বা ডাকাতির চারণক্ষেত্রও হতে পারে না। কিন্তু বাংলাদেশের অসৎ ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেট সুযোগ পেলেই সাধারণ মানুষের ওপর আর্থিক নিপীড়ন নামিয়ে আনবেন সেটা কোনোভাবেই যুক্তিগ্রাহ্য হতে পারে না। দাতব্য প্রতিষ্ঠান নয় বলে মানুষের পেটে ও পকেটে দাঁত বসাবেন সেটাও কি মেনে নেওয়া যায়? কিন্তু যে কোনোভাবেই মুনাফা অর্জন যেখানে প্রধান নীতি সেখানে অন্যসব যুক্তি যে মার খাবে তা তো বলাই বাহুল্য। তাছাড়া সরকার প্রশাসনও মজুতদার, সিন্ডিকেট ব্যবসায়ীদেরই পাহারাদার হিসেবে কাজ করছে। জনস্বার্থ সরকারের বিবেচনায় নেই। করোনার সঙ্গে দুর্নীতি মিলে লুণ্ঠন প্রক্রিয়াকে আরও গতিশীল করে তুলেছে বলেই জনমানুষের এ দুর্যোগে ও দুর্ভোগেও কোটিপতির সংখ্যা কমেনি বরং আরও বেড়েছে।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বহাল থাকলে তার ফলাফল হিসেবে বৈষম্য বাড়বেই। এটা সবদেশে সব সময়ের জন্য প্রযোজ্য। প্রাকৃতিক এবং মানুষ সৃষ্ট দুর্যোগে এই বৈষম্য আরও বাড়ে। '৭৪ সালে দুর্ভিক্ষেও কোটিপতি বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ৪৭ জনে এখন তো শোষণ ও লুণ্ঠন আরও তীব্র। কোটি মানুষের জীবনে অনিশ্চয়তা, হাহাকার আর কোটিপতির বৃদ্ধি পুঁজিবাদের শোষণের তীব্রতাকেই তুলে ধরছে সবার সামনে।